দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম ...২...

মদন সরকারি কলেজে দুই হাজার শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষকও নেই

■ মদন (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা

মদন সরকারি হাজী আব্দুল আজিজ খান ডিগ্রি কলেজে ১৫টি বিষয়ে এইচএসসি ও ৯টি বিষয়ে স্নাতক কোর্স চালু রয়েছে। ছাত্রছাত্রী দুই হাজার তিনজন। ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ে একজন করে শিক্ষক থাকলেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে একজন শিক্ষকও নেই।

শুধু ইংরেজি, বাংলা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নয়, শিক্ষক সংকট আছে এ কলেজের অন্য বিভাগগুলোতেও।

কলেজ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি ২০১৩ সালে ১৪ মে জাতীয়করণ করা হয়। হাওরাঞ্চলের শিক্ষাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর চালু করার জন্য শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সচেতন মহল দীর্ঘদিন ধরে সরকারের নিকট দাবি উত্থাপন করে আসছে। এতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতকে ইংরেজি ও বাংলা বাধ্যতামূলক অপরদিক উচ্চ মাধ্যমিকে ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এসব বিষয়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক না থাকায় এবং যথারীতি পাঠদান না করায় প্রতিবছর ফলাফলের দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে বলে একাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অভিযোগ করেছেন।

দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সাব্বির, জামিল কামরুল, রবিন, নাঈম, সাথী, চাঁদনী আক্তারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ভর্তি হওয়ার পর থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্লাস হয় না। হাতে গোনা কয়েকটি ইংরেজি ও বাংলা ক্লাস হয়েছে। ক্লাস না হওয়ায় আমাদের এখন ইংরেজি প্রাইভেট পড়তে হচ্ছে।

> ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ে একজন করে শিক্ষক থাকলেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে একজন শিক্ষকও নেই

ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক মুহাম্মদ আজিজুল হক বলেন, ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে নিয়োগ হওয়ার পর থেকেই ইংরেজি বিষয়টি আমাকে একা পড়াতে হচ্ছে। ফলে একদিনে অনেকগুলো ক্লাস চালানো আমার শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে অনেক চাপ পড়ে।

বাংলা বিষয়ের প্রভাষক মো. খায়রুল হক বলেন, একা অনেকগুলো ক্লাস নিতে কষ্ট হয়। তিন গ্রুপের জন্য কমন বিষয় হওয়ায় চাপ থাকে বেশি।

শিক্ষকরা বলেন, এ কলেজে অনুমোদিত শিক্ষকের পদ ১৬টি। এর মধ্যে ৪টি পদ শূন্য। এছাড়া প্রাণিবিদ্যা, দর্শন, অর্থনীতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের একটি করে পদ শূন্য রয়েছে। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, কলেজটি সরকারি হওয়ার পর প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। প্রভাষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে সহযোগী অধ্যাপক পর্যন্ত ৬০ জন শিক্ষক থাকা প্রয়োজন।

কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ইংরেজি, বাংলা ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষক সংকট নিয়ে প্রতি মাসে দুবার করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরে লিখিতভাবে প্রতিবেদন পাঠানো হচ্ছে। শূন্য পদগুলো জরুরিভিত্তিতে পূরণ করার জন্য মহাপরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছে। এরপরও কোনো কাজ হচ্ছে না। ইংরেজি ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে দুজন অতিথি শিক্ষক দিয়ে কোনো রকমে ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে।